গাংনীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু নিহত

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে দ্রুতগামি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাদিক হোসেন (৭) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। নিহত সাদিক গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল গ্রামের সম্রাট আলীর ছেলে।

শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

এর আগে দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের তেরাইল গ্রামে দ্রæতগামি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু সাদিক আহত হয়েছিল।

স্থানীয় যুবক সোহেল রানা জানান শিশু সাদিক তেরাইল গ্রামের একটি সড়ক পার হচ্ছিল। এসময় গাংনী গাংনী উপজেলা শহরের দিক থেকে আসা দ্রুতগামি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে, গুরুতর ভাবে আহত হয়।

পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নেয়। এসময় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দিলে, সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

মেহেরপুরের বাজারে আসছে রসালো লিচু-দাম নিয়ে হতাশাই ব্যাবসায়ীরা

পবিত্র রমজান প্রায় শেষ প্রান্তে। মৌসুমী ফলের মধ্যে সবচেয়ে আকাঙ্খিত ফল আম এখনো আসেনি বাজারে। তবে রোজাদারদের রসনা তৃপ্ত করতে বাজারে আসতে শুরু করেছে আরেক মুখরোচক ফল লিচু।

মেহেরপুরে এবার জ্যৈষ্ঠের ফল লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। চাষীরা

এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন লিচু আহরন ও বাজারজাত করনে। কিন্তু আশানুরূপ দাম না পাওয়ায় লিচু চাষীদের লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। কোরোনা ভাইরাসের আতঙ্ক আর লকডাউনে পরিস্থিতে মৌসুমী ব্যবসায়ীরা আছেন লোকসানের শঙ্কায়।

লিচু চাষী বিল্লাল, সত্তার, জয়নাল জানান, এ বছর করোনা ভাইরাসের মহামারী ও লকডাউনের কারনে বাহিরের ব্যবসায়ীরা আসছে না। নিজেরাই বাগান পরিচর্যা করছি। শেষ পর্যন্ত খরচ তুলতে পারবো কিনা শঙ্কায় আছি। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে এলাকায় ব্যবসায়ী না আসলে নিজ উদ্যোগে আড়তে নিয়ে লিচু বিক্রি করতে হচ্ছে।

অনেক বাগান মালিক নিজেরাই কীটনাশক প্রয়োগ ও পাহারার ব্যবস্থা করছেন। এতে বাগান মালিকদের ভোগান্তি ও উৎপাদন খরচ বেড়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং সময়মতো বৃষ্টি হওয়ায় এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। ব্যবসায়ীরাও ভালো লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু এখন তাদের কপালে চিন্তার ভাজ।

লিচু ব্যবসায়ী কিতাব বলেন, আড়তে প্রচুর লিচু আসলেও জেলার বাহিরে বাজারজাত করতে না পারায় ন্যায্য দাম পাচ্ছে না চাষীরা। এছাড়াও লিচু ব্যবসায়ী সাজু, বলেন বাজারে দেশীয় জাতের ১০০ লিচু বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকায়। দেশীয় জাতের লিচু দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। কিন্তু লকডাউনের কারণে গাড়ি ও মার্কেট বন্ধ থাকায় লিচু লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে।

বাজার পরিচালক আমজাদ হোসেন বলেন, করোনার কারণে বাহিরে থেকে ব্যবসায়ী না আসায় ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না চাষীরা। গত বছর এ সময় ২০০০ থেকে ২২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হয়েছিল প্রতি কাউন। তবে গতবছরের তুলনায় এ বছর লিচুর দাম অর্ধেক।

গাংনীতে সংঘর্ষ – নিহত ২

মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুরে দু’গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত ২ হয়েছে। শনিবার বিকালে জমি জায়গায় নিয়ে সংঘর্ষ ঘটে। নিহতরা হলেন সাহেবনগর গ্রামের মৃত সিকেন্দারের ছেলে সানারুল (৪০) ও কাজিপুর গ্রামের

খবিরের ছেলে ডাবু (৪৫)।

বিস্তারিত আসছে….

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওরা ১৭ জন

বিশ^ব্যাপী মরন ব্যাধি করোনা নিয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। অনেকেই ব্যাবসা বানিজ্য গুটিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে রয়েছেন হোম কোয়ারেন্টিনে। সেখানে জীবনের মায়া ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ওরা ১৭ জন। যদিও তারা সরকারি বেতন কিংবা ভাতা প্রাপ্ত নয় তবুও তারা নিয়োমিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন । জীবনের ঝুঁকি থাকলেও এদের নেই কোন আত্নরক্ষার সরঞ্জামাদী। পরিবার পরিজন নিয়ে এদের সংসার চলে অভাব অনটনে।

সকল শ্রেণি পেশায় নিয়োজিত মানুষ যখন ভয়ে ভীত। পরিবার পরিজন নিয়ে যখন ঘরে বসে সময় পার করছেন অনে্◌েকই। তেমন মূহুর্তে জীবনের মায়া ত্যাগ করে পরিবার পরিজনের তোয়াক্কা না করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়মিত স্বে”চ্ছায় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন ওরা ১৭ জন।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাসপাতালে সেবা নিতে আসা মানুষকে সেবা দিতে একটু পিছপা হচ্ছেননা তারা। হাসপাতালের অন্যান্য স্টাফদের সেফটি ইকুইভমেন্ট দেয়া হলেও তারা তা থেকে হয়েছেন বঞ্চিত। নিজের টাকা খরচ করেই কিনেছেন হ্যান্ড গ্লোভ ও মাস্ক। আতংকে পরিবারের লোকজন বাহিরে আসতে নিষেধ করলেও সেবা প্রদানের নেশায় প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পৌছান হাসপাতালে। তবুও তাদের চাকরি নাই,নাই কোন বেতন ভাতা।

জাতির এই ভয়াবহ মুহুর্তে তবুও তারা দিনের পর দিন সেবা প্রত্যাশিদের সেবা দিচ্ছেন। তাদের প্রত্যাশা হয়তোবা সরকারি ভাবে তারা একদিন মুল্যায়িত হবে
হাসপাতাল সত্রে জানাগেছে,চৌগাছা গ্রামের আনছার আলীর মেয়ে

আলগুনারা। ২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। কর্মরত নার্সদের সহযোগীতা করেন। হিজল বাড়িয়া গ্রামের আশারুল ইসলমের ছেলে সুমন আলী ২০১৭ সাল থেকে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে শ্রম দিচ্ছেন। কাজিপুর বেতবাড়িয়া গ্রামের গোলাম হোসেনের মেয়ে শারমিন মুক্তা।

তিনি ১৭ সালের প্রথম দিক থেকেই আউট ডোরে টিকিট ক্লার্ক হিসেবে কাজ করছেন। টিকিট কাউন্টারে প্রতিদিন কয়েকশ মানুষের টিকিট দিয়ে থাকেন। তিন বছর নিজের টাকা ভাড়া দিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসা যাওয়া করছেন। সেবা প্রদানের দরুন প্রতিদান হিসেবে এখানে সরকারি ভাবে স্থায়ী হবার প্রত্যাশায় জীবনের মায়া ত্যাগ করে মানুষকে সেবা প্রদান করছেন।

গাংনীর আজগর আলীর মেয়ে সেলিনা খাতুন কাজ করছেন আয়া পদে। এ পদে আজিজুলের ছেলে মকলেচুর রহমান কাজ করছেন। ২০১১ সাল থেকে আয়া পদে কাজ করছেন। গাড়াডোব গ্রামের মৃত রেজাউলের ছেলে সাজেদুল ইসলাম বছর তিনেক আগে অফিস সহায়ক পদে কাজ করছেন। তিনি প্রথমে চুক্তি ভিত্তিক ভাবে সেবা প্রদান করতেন। তিনি এখন অবৈতনিক ভাবে রয়েছেন।

বাদিয়া পাড়া গ্রামের আব্দুস সামদের ছেলে আকরাম হোসেন ২ বছর যাবত বাবুর্চি হিসেবে কাজ করছেন। চৌগাছা গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে জিয়াউল হক। ওয়ার্ড বয় হিসেবে কাজ করছেন। মালশাদাহ গ্রামের আল আমিন হোসেন নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কাজ করছেন দির্ঘদিন। মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের শাহাবুদ্দিন বাবুর্চি হিসেবে ৩ বছর রান্না করে রোগীদের খাওয়াচ্ছেন। পরিস্কার কর্মি পারভিনা আকতার। তিনি হিজল বাড়িয়া গ্রামের সিদ্দিকুরের মেয়ে। তিনি ১ বছর যাবত হাসপাতালকে পরিস্কার করে রেখেছেন ।

ইকুড়ি গ্রামের সুজনের স্ত্রী সেলিনা খাতুন পরিস্কার কর্মী হিসেবে কাজহ করছেন। এছাড়াও সিতা রানী,রেবেকা খাতুন,হুশনিয়ারা রঞ্জিত, আমিরন নেছা, ও রঙ্গিলা খাতুন পরিস্কার পরিছন্ন কর্মী হিসেবে কাজ করে চলেছেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা ও পরিচালনা পর্ষদ তাদেরকে দিয়ে বিনা বেতনে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

কয়েক বছর ধরে এখানে কাজ করলেও তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়না বলে জানান তারা। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন পদে কর্মরত এসকল স্বেচ্ছা সেবক জানায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ যখন ঘর বন্দি তখন জীবনের মায়া ত্যাগ করে মানুষের সেবা প্রদান অব্যাহত

রয়েছে । দিনের পর দিন মাসের পর মাস মানুষর সেবায় নিজেকে আত্ন নিয়োগ করতে পেরে এখন গর্ববোধ করি।

এবং বলতে পারি জাতীর এই ক্রান্তিকালে গাংনীর অসহায় মানুষের পাশে থাকতে পেরেছি। এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দির্ঘদিনের পরিশ্রম আর বর্তমানে টিকে থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদের বেতনভুক্ত ও চাকুরি স্থায়ীকরনের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সু দৃষ্টি কামনা করেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জনবল সংকটের কারনে দীর্ঘদিন থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৭ জন নারী পুরুষ স্বেচ্চায় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরকে কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়না। বরং যারা এখানে শ্রম দিচ্ছেন তারা তাদের নিজস্ব খরচেই দুর-দুরান্ত থেকে আসা যাওয়া করেন। সংকট কালিন মুহুর্তেও তারা সেবা প্রদান করছেন যা গাংনী বাসিসহ সকলের কাছে প্রশংসনীয়।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর পৌর হাটে বিক্রেতা থাকলেও মিলছে না ক্রেতা

প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার পরে গত ১০/০৫/২০ তারিখ থেকে অল্প পরিসরে হাট বাজার, মার্কেট চালু করার অনুমতি দেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার থেকে চালু হয় মেহেরপুরের পশুর হাট।

গতকাল শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর পশুর হাটে গিয়ে দেখা যায়, নেই কোন পশু কেনাবেচা। তবে দেখা যায় কিছু পোশাক বিক্রেতাদের ফুটপাতে বসে পোশাক বিক্রয় করতে।

ফুটপাতের পোশাক বিক্রেতা সামসুল হক জানান, দীর্ঘদিন লকডাউন

থাকার পরে হাট-বাজার চালু হলেও নেই কোন আমাদের বেচাকেনা।

গরু ব্যবসায়ী জাকির মন্ডল জানান, আগে গরুর ব্যবসা করতাম এখন গরু বেচাকেনা বন্ধ তাই এখন পুরানো সাইকেলের ব্যবসা করছি।

অপরদিকে সবজি বিক্রেতাদের দেখা যায় হতাশ হয়ে বসে থাকতে, সবজি বিক্রেতা থাকলেও নেই পর্যাপ্ত ক্রেতা। সবজি এনে সারা দিন বসে থেকেও মিলছে না ক্রেতা।

মুজিবনগরের গোপালপুর যুব সমাজের উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের উদিয়মান কিছু তরুনদের উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে গ্রামের ১১৪টি অসহায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে এই ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল ১০ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার তেল, ২কেজি ময়দা, ১ কেজি চিনি, ২ প্যাকেট লাচ্চা সেমিাই, ১ টা সাবান, হাফ কেজি ডিটারজেন্ট পাউডার এবং নগদ ৩০০টাকা।
গ্রামের কৃতি সন্তানদের সহযোগীতায় উপহার সামগ্রী প্রদানের সমন্বয়ক হিসেবে ছিলেন সোহেল, ফরিদুল ও প্রতীক।
মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে আধা মিনিটে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ১৫টি বাড়ি ও দোকান

মেহেরপুরে তান্ডব চালিয়েছে কাল বৈশাখী ঝড়। আকস্মিক ঝড়ে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে ১২ থেকে ১৫টি বাড়ি ও দোকান। উড়ে গেছে ঘরের টিন। ভেঙ্গে পড়েছে গাছ পালা।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামে কাল বৈশাখী ঝড়ে আধা মিনিটের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এসব বাড়ি ঘর।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, রাত সাড়ে ১১টার দিকে হঠাৎ করে ঝড় শুরু হয়। ঝড়ের গতি এতটায় তীব্র ও শক্তিশালী যে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘর বাড়ি দোকান পাট ও গাছপাড়া ভেঙ্গে যায়। রাত থেকে বন্ধ রয়েছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন আয়ের দিনমুজুর ও দরিদ্র পরিবার।

মুজিবনগরে ৯০ এতিম শিশুকে ইফতারি করালো পুনাক

মুজিবনগর সরকারী শিশু পরিবারের ৯০ এতিম শিশুদের মাঝে ইফতার বিতরন করেছেন মেহেরপুর জেলা নারী কল্যান সমিতি(পুনাক)।

শুক্রবার বিকালে জেলা পুলিশ নারী কল্যান সমিতির সভানেত্রী মিসেস তাহেরা রহমান উপস্থিত থেকে এ সকল ইফতার সামগ্রী বিতরন করেন।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়াটার) হাসিবুল আলম, সহধর্মিনি ইরিন ইসরাত, সদর ওসি সর্হধর্মিনি, মুজিবনগর থানার

অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর পৌর মেয়রের সবজি বিতরণ

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর উদ্যোগে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সবজি বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালে শহীদ রিপন টাওয়ার থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকার ৩শ টি দরিদ্র অসহায় দের মাঝে ডিম, পটল, ঢেঁড়স, লাউ শশা সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি বিতরণ করা হয়।

করোনা পরিস্থিতিতে এর আগেও বেশ কয়েকবার মেয়র রিটনের উদ্যোগে সবজি ও ডিম বিতরণ করা হয়। এছাড়াও প্রতিটি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

পৌরবাসীর পাশে মেহেরপুর পৌর মেয়র

করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক কাজ করে চলেছেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন।

রমজানের আগে থেকেই পৌর সভার প্রতিটি ওয়ার্ডে বসবাসরত প্রত্যেক

পরিবারকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসছেন খাদ্য সামগ্রী। যা এখনো চলমান রয়েছে। করোনা আতঙ্ক ও রমজানের ক্লান্তি উপেক্ষা করে এ পর্যন্ত প্রায় ৯ হাজার পরিবারকে দিয়েছেন খাদ্য সহায়তা।

এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের মল্লিক পাড়ায় ২৮০ কর্মহীন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে খাবার সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

খাবার সমাগ্রী বিতরনকালে সহযোগীতা করেন পৌর কাউন্সিলর ইভান, সৈয়দ আব্দুল্লাহ হেল বাপ্পি, নুরুল আশরাফ রাজিব, যুবলীগ নেতা আমানুর রহমান সোহেল, শেখ সারাফাত, আফজাল হোসেন লিখন, রোকন,সদর থানা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ সহ পৌরসভার কর্মচারীগন।

মেপ্র/এমএফআর